বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগে বরাদ্দ ৪৭ কোটি টাকা

জলপাইগুড়ি, ১২ জুন ঃ জলপাইগুড়ি জেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ও বাঁধ সংলগ্ন এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিকাঠামোগত উন্নয়নে অতিরিক্ত ৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। বর্ষা পেরোলে এই টাকা দিয়ে কাজ শুরু হবে বলে সেচ দপ্তরের এক কর্তা মঙ্গলবার জানিয়েছেন। তিস্তার নদীভাঙন থেকে নাথুয়ার চর এলাকাকে মুক্ত করার কাজে অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি জলপাইগুড়ি পুর এলাকার করলা নদীর অরক্ষিত এলাকাকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। বাঁধ সংলগ্ন এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। গিলান্ডি নদীর জলোচ্ছ্বাস থেকে নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের রক্ষা করতে বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। ওই সেচকর্তা বলেন, মিলনপল্লি এলাকায় তিস্তার ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। মিলনপল্লি থেকে নাথুয়ার চর এলাকায় ছয় কিলোমিটার বাঁধ তৈরি করা হবে। এই বাঁধের জন্য ২১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেচ দপ্তর বালাপাড়া থেকে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন জুবিলি পার্ক পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করবে। এই রাস্তা তৈরির কাজ শেষ হলে ডুয়ার্স যাতায়াতকারীরা বিকল্প রুটে জলপাইগুড়ি শহরে আসার সুযোগ পাবেন। সেনপাড়া, টাউন ক্লাব সংলগ্ন এলাকা এবং জুবিলি পার্ক সংলগ্ন এলাকা দিয়ে গাড়ি চলাচলের প্রস্তাব রয়েছে। এই কাজের জন্য সাত কোটি টাকা খরচ হবে। জলপাইগুড়ি সেচ ডিভিশনের আওতাভুক্ত প্রতিবেশী কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমা। এই মহকুমার কুচলিবাড়ি এলাকার মানুষের যোগাযোগের সুবিধার্থে তিস্তার বাঁধের ওপর দিয়ে সড়ক তৈরি করা হবে। জলপাইগুড়ি শহরের জলবদ্ধতার সমস্যা দীর্ঘদিনের। এই সমস্যা মেটানোর বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বর্ষার পর করলা নদীর তিনটি অরক্ষিত জায়গায় বাঁধ তৈরির কাজে হাত দেওয়া হবে।

অন্যদিকে, জলপাইগুড়িতে সেচ দপ্তরের অত্যাধুনিক ফ্লাড কনট্রোল রুম তৈরি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই কনট্রোল রুমের জন্য বিশেষ কক্ষ করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তরের পদস্থ এক কর্তা মঙ্গলবার জানান, কনট্রোল রুমের সামনে ডিসপ্লে বোর্ডে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং শিলিগুড়ি সেচ ডিভিশনের এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলির জলস্তর সম্পর্কে তথ্য থাকবে। আবহাওয়া দপ্তরের সঙ্গে সেচ দপ্তরের এই কনট্রোল রুমের সমন্বয় থাকবে। কনট্রোল রুম থেকে নিয়মিত আবহাওয়ার পূর্বাভাসও দেওয়া হবে। বিভিন্ন যন্ত্রাংশ বসানোর কাজ শেষ হলেই এই কনট্রোল রুমটি চালু করে দেওয়া হবে বলে সেচ দপ্তরের ওই কর্তা জানান।

আইসিডিএস কর্মীদের প্রোমোশনাল পরীক্ষা হবে

জলপাইগুড়ি, ১২ জুন ঃ রাজ্য সরকারের আইন মেনে নতুন আইসিডিএস কর্মী নিয়োগের আগে বর্তমান কর্মীদের প্রোমোশনাল পরীক্ষা নেওয়া হবে। আগামী জুলাই মাসের মধ্যেই লিখিত পরীক্ষাটি হবে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের দপ্তরে আইসিডিএসের মনিটরিং অ্যান্ড রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বোর্ডের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'প্রোমোশনাল পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরেই বোঝা যাবে, কতজন কর্মীর প্রয়োজন আছে। সেই অনুসারে নতুন কর্মী নেওয়া হবে।' বৈঠকে ডিপিও (আইসিডিএস) পীযূষ সাহা সহ জেলার সমস্ত বিডিও এবং সিডিপিওরা উপস্থিত ছিলেন। জলপাইগুড়ি জেলায় প্রায় ৩৯০০টি আইসিডিএস সেন্টার আছে। এই সেন্টারগুলির প্রায় ১ লক্ষ ৯৫ হাজার বেনিফিশিয়ারি রয়েছেন। তাঁদের পরিসেবা দেন প্রায় চারহাজার আইসিডিএস কর্মী। এদিন সৌরভবাবু বলেন, '২০১১ সালে আইসিডিএসের নতুন কমিটি গঠনের পর দুজন বিধায়ক মামলা দায়ের করেন। ফলে কমিটির কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ চেষ্টার পর অবশেষে কাজ শুরু হয়েছে। জেলায় এক হাজারের বেশি আইসিডিএসের শূন্যপদ রয়েছে। তাই দ্রুত কর্মী নিয়োগ করাই এখন কমিটির লক্ষ্য।'

বাজ পড়ে আহত শ্রমিকরা স্থিতিশীল

বানারহাট, ১২ জুন ঃ বানারহাটের পলাশবাড়ি চা বাগানে বাজ পড়ে আহত শ্রমিকদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা স্থিতিশীল, কয়েকজন শ্রমিককে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে। তবে তিনজন শ্রমিকের শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় মঙ্গলবার সকালে বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ২৩ জন শ্রমিক এখনও বীরপাড়া হাসপাতালে ভরতি। সোমবার পলাশবাড়ি চা বাগানে বাজ পড়ে আহত হন ৪৯ জন চা শ্রমিক। ওইদিনই সন্ধ্যায় বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভরতি শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করতে যান মহিলা তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক সীমা চৌধুরি। তিনি জানান, 'সোমবারই আমি তিনজনের অবস্থা দেখে তাদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরের আর্জি জানিয়েছিলাম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। মঙ্গলবার সকালে তাঁদের স্থানান্তরিত করা হয়েছে।'

যুব ফেডারেশনের ১৪ দফা দাবিতে স্মারকলিপি

বাগডোগরা, ১২ জুন ঃ খাসজমিতে বসবাসকারীদের জমির পাট্টা দেওয়া, নলবাহিত পানীয় জলের সরবরাহ যেসব এলাকায় বন্ধ রয়েছে সেখানে জল সরবরাহ করা, বাউনিভিটা এবং নয়াবস্তি এলাকায় নলবাহী পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, হয়রানি বন্ধ করে অবিলম্বে ডিজিট্যাল র‍্যাশনকার্ড দেওয়া সহ ১৪ দফা দাবিতে সরব হল গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (ডিওয়াইএফআই) বাগডোগরা গোঁসাইপুর লোকাল কমিটি। সংগঠনের পক্ষ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কাজকর্মের প্রতিবাদে মিছিল করা হয়। মঙ্গলবার বেলা ১১টা নাগাদ বাগডোগরা রেলস্টেশন থেকে সংগঠনের কর্মীরা মিছিল করে গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে গিয়ে প্রধান বিভা বিশ্বকর্মাকে স্মারকলিপি দেন। সংগঠনের আহ্বায়ক দেবাশিস ঘোষের অভিযোগ, এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ নিয়ে দলবাজি চলছে। এসব বন্ধ করতে হবে। এছাড়া অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ চলছে। ২১টি সংসদ এলাকায় সমপরিমাণে কাজ করারও দাবি জানান তিনি। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিভা বিশ্বকর্মা স্মারকলিপি গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

জমি অধিগ্রহণ নিয়ে সভা

খড়িবাড়ি, ১২ জুন ঃ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে ভারতমালা প্রকল্পে প্রস্তাবিত ঘোষপুকুর–খড়িবাড়ি–পানিট্যাঙ্কি মহাসড়ক তৈরির ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণের কৌশলের বিরুদ্ধে ও ন্যায্য ক্ষতিপূরণের দাবিতে মঙ্গলবার বিকালে বাতাসি পিএসএ ক্লাব মাঠে সভা করে রানিগঞ্জ–পানিশালী ভূমিরক্ষা কমিটি। চার লেনের মহাসড়কটি ঘোষপুকুর থেকে খড়িবাড়ি বাইপাস হয়ে বাতাসির কেলাবাড়ি এলাকায় ৩১সি জাতীয় সড়কে সংযোগ করার প্রস্তাব রয়েছে। জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ভারতমালা প্রকল্পের চার লেনের মহাসড়ক গ্রামীণ এলাকায় ৬০ মিটার এবং শহর এলাকায় ৭০ মিটার চওড়া হবে। বাতাসি থেকে পানিট্যাঙ্কি পর্যন্ত ৩১সি জাতীয় সড়কের একপাশে রেললাইন থাকায় অপরদিকে জমি বেশি পরিমাণে অধিগ্রহণের সম্ভাবনা থাকায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী। এছাড়া পূর্ত দপ্তরের জমির উপর বসবাসকারী ও দোকানদাররা চরম আতঙ্কে রয়েছে আতঙ্কিতরা জোটবদ্ধ হয়ে তৈরি করেছেন রানিগঞ্জ–পানিশালী ভূমিরক্ষা কমিটি। মঙ্গলবার বিকেলে ভূমিরক্ষা কমিটির সভায় এলাকার দুই শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করে।

সমীক্ষার প্রশিক্ষণ শিবির

করণদিঘি, ১২ জুন ঃ পতঙ্গবাহিত রোগ নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রতিটি ব্লকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সমীক্ষার কাজ শুরু হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে ব্লকের ভিআরপি অর্থাৎ গ্রামীণ সম্পদকর্মীদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার। করণদিঘি ব্লকের ১৩০ জন ভিআরপি–র মধ্যে প্রায় ১১০ জন এই প্রশিক্ষণ নিলেন এদিন। করণদিঘি পঞ্চায়েত সমিতির হল সুকান্ত সভামঞ্চে এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন করণদিঘি ব্লকের বিডিও ওয়াংদি গ্যালপো ভুটিয়া, বিএমওএইচ আভাস রাজ, ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক উৎপল ঘোষ প্রমুখ। জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুর জেলায় মোট ৯৭৩ জন ভিআরপি অর্থাৎ গ্রামীণ সম্পদকর্মী রয়েছেন। তাঁরা আগামী সপ্তাহ থেকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সমীক্ষা করবেন। সার্ভে করে দেখতে হবে কারও পতঙ্কবাহিত জ্বর বা অসুখ হয়েছে কিনা, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, হাঁপানি, এনসেফ্যালাইটিস ইত্যাদি রোগের লক্ষণ দেখে রিপোর্ট বানিয়ে তা করণদিঘির বিডিও ও বিএমওএইচ–এর কাছে জমা দিতে হবে। আগামী ৮ মাস ধরে এই সমীক্ষা চলবে।

হাতির হামলায় গুঁড়িয়ে গেল ৫টি বাড়ি, ক্ষতিগ্রস্ত ফসল

সন্ধ্যা নামলেই দরজায় খিল নাগরাকাটায়

নাগরাকাটা, ১২ জুন ঃ হাতির হানায় বেসামাল নাগরাকাটা। সন্ধে ঘনালেই ব্লকের বাসিন্দারা ঘরের দরজায় খিল দিচ্ছেন। সোমবার গভীর রাতে এলাকার তিনদিকে আলাদাভাবে হাতির পালের হানায় পাঁচটি বাড়ি গুঁড়িয়ে যায়। প্রচুর ফসল ও সুপারি বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অবস্থায় ভুক্তভোগীরা ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বন দপ্তর অবশ্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে নাগরাকাটা ও সংলগ্ন এলাকায় ডায়না রেঞ্জের খয়েরকাটার জঙ্গলের হাতির পাল রয়েছে। এছাড়াও চালসা রেঞ্জের জলঢাকা ও মোরাঘাটের জঙ্গলেও একটি করে হাতির পাল ডেরা বেঁধেছে। গত শুক্রবার রাতে রেডব্যাংক চা বাগানের সামনে যে হাতিটি ট্রেনের ধাক্কায় মারা যায় সেটিও একটি পালের হাতিই ছিল। দলটি বর্তমানে ডায়না ছেড়ে রেতির জঙ্গলে ঠাঁই নিয়েছে। নাগরাকাটায় যে হাতিগুলি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সেগুলি ডায়না কিংবা জলঢাকার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে। সোমবার গভীর রাতে জলঢাকা থেকে এরকমই তিন–চারটি হাতির একটি দল চম্পাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের হোপঝোরায় তিনটি বাড়ি ভেঙে দেয়। অন্যদিকে, ডায়নার জঙ্গলের কয়েকটি হাতির দল আলাদাভাবে হানাদারি চালিয়ে সুলকাপাড়ার পাটোয়ারিপাড়ায় দুটি বাড়ি গুঁড়িয়ে দেয়। দুস্থ বিধবা জুমনি খাতুনের বাড়ি গুঁড়িয়ে যাওয়ায় তিনি কোথায় ঠাঁই নেবেন বুঝতে পারছেন না। হাতিতে পাটোয়ারিপাড়ায় দেধাই মহম্মদ নামে আরও একজনের বাড়ি গুঁড়িয়ে দেয়। নবিউল ইসলাম নামে এক বাসিন্দা বলেন, 'জুমনি খাতুন বরাতজোরে বেঁচেছেন। আমরা তাঁকে সাধ্যমতো ত্রাণ দিয়েছি। তবে তাঁর সাহায্যে অন্য কাউকে দেখা যায়নি।' অন্যদিকে, একটি বিশাল মাকনা আংরাভাসা–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ধুদাসিমলা গ্রামের ত্রাস হয়ে উঠেছে। সেটি নির্বিচারে সেখানে গত কয়েকদিন ধরে ফসল সাবাড় করছে। হাতিটি সোমবার রাতে গ্রামের প্রচুর সুপারি গাছ ভেঙে ফেলে। সন্ধ্যা হলেই পাশের ডায়নার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মাকনাটি উত্তর ধুদাসিমলা সহ আংরাভাসা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হৃদয়পুর, আপার কলাবাড়ি ও কলাবাড়ি এলাকায় রাতভর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আলাদাভাবে গ্রামগুলিতে হামলা চালাচ্ছে আরও কয়েকটি হাতির পাল। উত্তর ধুদাসিমলার বাসিন্দা কৈলাস বর্মন বলেন, 'সমস্যা মেটাতে বন দপ্তর কোনো ব্যবস্থাই নিচ্ছে না।'

সুপারি বাগানে হাতির তাণ্ডবের চিহ্ন। (ডানদিকে) ভেঙে পড়েছে গাছও। – সংবাদচিত্র

বন দপ্তরের অনারারি ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন সীমা চৌধুরি বলেন, 'হাতির অত্যাচার কয়েকগুণ বেড়ে যে গিয়েছে তা অস্বীকার করা যাবে না। এ বিষয়ে যথাস্থানে কথা বলব।' হাতির হানায় যাঁরা ফসল বা বাড়িঘর খুইয়ে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, আবেদন করলে তাঁরা আইন মোতাবেক ক্ষতিপূরণ পাবেন বলে বন দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন।

তদন্ত কমিটির কাছে দোষ স্বীকার করলেন অভিযুক্ত

শিলিগুড়ি, ১২ জুন ঃ তদন্ত কমিটির কাছে লিখিতভাবে ক্ষমা চাইলেন চিকিৎসককে মারধরে অভিযুক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের রেসিডেন্সিয়াল মেডিকেল অফিসার (আরএমও)। সূত্রের খবর, দু–দিন ধরে দফায় দফায় তদন্ত কমিটি ওই ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী থেকে শুরু করে প্রহৃত চিকিৎসক, অভিযুক্ত আরএমও, সকলকেই ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। বৃহস্পতিবার তদন্ত রিপোর্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের কাছে জমা পড়তে পারে। কিন্তু একজন চিকিৎসককে অপারেশন থিয়েটারে মারধর করা হলেও সরকারি নিয়ম মেনে কলেজ কর্তৃপক্ষ বা হাসপাতাল সুপার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন না কেন– তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ সমীর ঘোষরায় ও হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৌশিক সমাজদার এনিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন।

চিকিৎসক ও আরএমও দ্বন্দ্ব

গত ৪ জুন মেডিকেলের সার্জারি বিভাগে অপারেশন চলাকালীন এক চিকিৎসককে মারধরের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মেডিকেলেরই এক আরএমও–র বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। প্রথমদিকে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হলেও সংবাদমাধ্যমে সমস্ত ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পরেই কলেজ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে। পাঁচ সদস্যের কমিটির তদন্ত মঙ্গলবারই শেষ হয়েছে। সূত্রের খবর, সোম ও মঙ্গলবার দফায় দফায় অভিযুক্ত, প্রহৃত চিকিৎসক সহ ঘটনার দিন সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে তদন্ত কমিটি। তদন্তের মুখে পড়ে অভিযুক্ত আরএমও মারধরের কথা লিখিতভাবে স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছেন। মেডিকেলের চিকিৎসকদের আশা, বৃহস্পতিবার তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়ার পরেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে, একজন সিনিয়র চিকিৎসককে হাসপাতালের ভিতরেই মারধর করা হলেও মেডিকেল কর্তৃপক্ষ ঘটনার এক সপ্তাহ পরেও থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের না করায় চিকিৎসকদের একাংশ ক্ষুব্ধ। তাঁদের বক্তব্য, কর্মস্থলে কোনো কর্মচারী আক্রান্ত হলে সেই ঘটনা জানিয়ে পুলিশের কাছে এফআইআর করা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। কিন্তু মেডিকেলে চিকিৎসককে মেঝেতে ফেলে মারধর করার পরেও কলেজ অধ্যক্ষ বা হাসপাতাল সুপার কেউই থানায় অভিযোগ জানাননি। কেন এভাবে অভিযুক্তকে আড়াল করা হচ্ছে– সেই প্রশ্ন তুলেছেন চিকিৎসকরা।

জল পরিসেবা প্রকল্পের আওতায় ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত

জলপাইগুড়ি, ১২ জুন ঃ জলপাইগুড়ি শহরের বৃহত্তর পরিস্রুত পানীয় জল পরিসেবা প্রকল্পের আওতায় পাহাড়পুর, পাতকাটা, বারোপাটিয়া–নতুনবস ও অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাকে আনা হচ্ছে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির জেলাশাসকের সভাপতিত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল নিয়ে তা পরিস্রুত করে শহর ও এই চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের ট্যাপলাইনের মাধ্যমে বণ্টন করা হবে। এদিনের বৈঠকে জলপাইগুড়ি পুরসভার পুরপ্রধান মোহন বসু, জল সরবরাহ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কাউন্সিলার সৈকত চট্টোপাধ্যায়, সেচ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের প্রতিনিধি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে সৈকতবাবু বলেন, 'প্রথমে ঠিক ছিল তিস্তা সড়কসেতু সংলগ্ন তিস্তা নদী থেকে জল নিয়ে তা পরিস্রুত করা হবে। কিন্তু শীতের মরশুমে তিস্তা সড়কসেতু সংলগ্ন তিস্তা নদী থেকে কতটা জল পাওয়া যাবে সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। জলের নিশ্চিত সংস্থানের উদ্দেশে গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের জেরে বারোপাটিয়া–নতুনবস, পাতকাটা, পাহাড়পুর ও অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার মধ্য দিয়ে পাইপলাইন নিয়ে যেতে হবে। ৩৫ কিলোমিটার এলাকায় পাইপলাইন বসাতে হবে। এই পাইপলাইন বসানোর পরিকাঠামোগত কাজের জন্য অতিরিক্ত ৭০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। এই অতিরিক্ত টাকা যাতে পুরসভা, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর ও সেচ দপ্তরের কাছ থেকে পাওয়া যায় সেজন্য এদিনের বৈঠকে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। পরিস্রুত পানীয় জল পরিসেবার জন্য ইতিমধ্যেই আটটি জলাধার তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। তিস্তা সড়কসেতু এলাকায় ওয়াটার ট্রিটমেট প্লান্টের জন্য জমি অধিগৃহীত হয়েছে।'

খড়িবাড়ি–শিলিগুড়ি মূল সড়কে পড়ে রয়েছে গাছ। ছবি ঃ খোকন সাহা

যুবককে পেটানো নিয়ে দুই দলে দ্বন্দ্ব

ধূপগুড়ি, ১২ জুন ঃ বাড়ির পাশের রাস্তা নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধল। এক যুবককে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ উঠল। তবে রাস্তা নিয়ে বিবাদকে শুধু উপলক্ষ্য বলে দাবি করেছেন আহত যুবক। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক হওয়ায় বিজেপির চারজন কর্মী সোমবার তাঁকে মারধর করেছে। আর এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব যাতে প্রকাশ্যে না আসে তাই জমি বিবাদকে ইশ্যু করেছে বিজেপি কর্মীরা। ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেমটিয়া এলাকায়। আহত যুবক রাহুল আলমকে প্রথমে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। পরে তাঁকে জলপাইগুড়িতে স্থানান্তর করা হয়েছে। বিজেপি অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ধূপগুড়ি থেকে ভেমটিয়াতে বাড়ি ফিরছিলেন রাহুল। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে রাস্তা নিয়ে ঝামেলা চলছিল। তিনি এগিয়ে যান। কয়েকজন বিজেপি কর্মী ঘিরে ধরে তাঁকে মারধর করে। তাঁর নাক দিয়ে রক্তপাত হয়। মুখে আঘাত লেগেছে বলে জানিয়েছেন ধূপগুড়ি হাসপাতালের চিকিৎসকরা। তবে বিজেপির পক্ষে এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করা হয়েছে। আহত যুবক পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানাবেন বলে জানিয়েছেন। বিজেপির জেলা সম্পাদক আগুন রায় বলেন, এলাকায় খোঁজ নিয়ে দেখা হয়েছে। স্থানীয় একটি সমস্যা ঘিরেই ঝামেলা বেধেছিল। একে রাজনৈতিক রং দেওয়া হচ্ছে। অকারণে বিজেপির বদনাম করা হচ্ছে। বিজেপি কর্মীদের জড়ানো হচ্ছে। অপরদিকে, জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক রাজেশ সিং বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচন চলাকালীনও একইভাবে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের মারধর করেছে বিজেপি। নির্বাচন শেষ হয়েছে। তবুও বিজেপি কর্মীদের রোষের মুখে পড়তে হচ্ছে সাধারণ তৃণমূল সমর্থকদের। দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানানো হবে পুলিশের কাছে।

দুটি অভিযানে আটক তিন

শিলিগুড়ি, ১২ জুন ঃ দুটি পৃথক অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটকের পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে দুটি দামি মোবাইল উদ্ধার করল আরপিএফ। মঙ্গলবার গুয়াহাটি স্টেশনে দুটি অভিযান চলে। এদিন সকালে জাহিরুল ইসলাম ও মহম্মদ জামাল আলি নামে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন সহ এটিএম ও প্যানকার্ড উদ্ধার করা হয়। কিছুদিন আগে বিহারের বাসিন্দা উদয় কুমারের কাছ থেকে সেগুলি চুরি হয়েছিল। এদিনই মিন্টু ফুকন নামে অপর এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তার কাছ থেকেও একটি মোবাইল পাওয়া গিয়েছে। তিনজনকেই জিআরপির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ধানের বীজ বিলি

চালসা, ১২ জুন ঃ চাষিদের উন্নত প্রজাতির ধানের বীজ দেওয়া হচ্ছে। বাতাবাড়ি ব্লক কিষান মান্ডি থেকে বীজ দেওয়া হচ্ছে। মেটেলি ব্লক কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা যায়, মাটিয়ালি বাতাবাড়ি ২ ও বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষকদের বীজ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষি প্রযুক্তি সহায়কদের মাধ্যমে ওই বীজ বিলি করা হয়েছে। পরে অন্য এলাকার চাষিদের বীজ দেওয়া হবে।

ইদের আগে বস্ত্রদান

নাগরাকাটা, ১২ জুন ঃ খুশির ইদের আগে এলাকার দুস্থদের নতুন জামাকাপড় দান করলেন সুলকাপাড়ার কিছু যুবক। মঙ্গলবার তাঁরা সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘাসমারিবস্তি, জয়ন্তীপল্লি, সুলকাপাড়া বাজার, খয়েরবাড়ির মতো নানা এলাকায় গিয়ে এই কাজ করেন। যুবকদের পক্ষে রাজা ইসলাম বলেন, এখন থেকে ফি বছরই আমরা এই কর্মসূচি পালন করব বলে মনস্থির করেছি।

বিমলের আবেদন

শিলিগুড়ি, ১২ জুন ঃ গত বছরের ১৭ জুন গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে দার্জিলিংয়ে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার বর্ষপূর্তিতে আগামী ১৭ জুন পাহাড়ের সমস্ত বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানোর আবেদন করলেন বিমল গুরুং। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রাক্তন প্রধান এদিন গোপন আস্তানা থেকে এই আবেদন জানিয়েছেন।

ব্যাহত যান চলাচল

খড়িবাড়ি, ১২ জুন ঃ প্রবল বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ায় সড়কে উপড়ে পড়ল গাছ। সোমবার রাতে খড়িবাড়ির খোল্টাবাজারজোত এলাকায় খড়িবাড়ি–শিলিগুড়ি মূল সড়কে একটি গাছ উপড়ে পড়ে। ফলে যান চলাচল ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি এলাকা বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সোমবার রাত ১১টা থেকে ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। রাতভর এ নিয়ে প্রশাসনকে উদ্যোগী হতে দেখা যায়নি। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ খড়িবাড়ির বিডিও যোগেশচন্দ্র মণ্ডল ও পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে আসে। খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাদল সরকার ও বিডিওর উদ্যোগে গাছটি কেটে সরানোর কাজ শুরু হয়। বিদ্যুৎকর্মীদের তৎপরতায় মঙ্গলবার দুপুর ১টা নাগাদ বিদ্যুৎ পরিসেবা স্বাভাবিক হয়। দুপুর ২টো নাগাদ যান চলাচল শুরু হয়।

যুবকের দেহ উদ্ধার

রাজগঞ্জ, ১২ জুন ঃ রবিবার বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া যুবকের দেহ সোমবার রাতে উদ্ধার করা হল আমবাড়ি এলাকার তিস্তার সেচখাল থেকে। মৃত যুবকের নাম নিমাই হালদার (১৮)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির আশিঘর এলাকার বাসিন্দা ওই যুবক তিস্তা সেচখালে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। রাজ্য বিপর্যয় বাহিনীর সদস্যদের সাহায্যে তল্লাশি চালানোর পর সোমবার রাত ১১টা নাগাদ তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

প্রকাশ্যেই বাঁধা থাকে কৃষ্ণ, দেখে না কেউ

আলিপুরদুয়ার, ১২ জুন ঃ চারদিকে আবর্জনা, জঙ্গলে ভরতি। মাথার উপর দিনভর কাঠফাটা রোদ। এই অবস্থাতেই কখনও বিদ্যুতের খুঁটি, মোটা গাছ, কখনও বা অন্যের বাড়ির প্রাচীরে এক শিশুকে সারাদিন বাঁধা অবস্থায় দেখা যায়। বয়স কতই বা! বড়োজোর সাত। সমবয়সি খুদেগুলো যখন তার সামনে দিয়ে দল বেঁধে স্কুলে যায় তখন ছেলেটা তাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ছেলেটার খুব ইচ্ছা করে ওই খুদেগুলোর সঙ্গে খেলাধুলা করতে, স্কুলে যেতে। কিন্তু যাবে কী করে! কোমরে যে শক্তভাবে বাঁধা দড়ি। কয়েক বছর ধরে এভাবেই চলছে। কোনো প্রত্যন্ত এলাকা নয়, আলিপুরদুয়ার শহরের মহিলা কলেজের সামনে এ ছবি রোজকার। কলেজের অধ্যাপক, প্রশাসনের আধিকারিকরা সামনে দিয়েই যাতায়াত করেন। তাঁরা ছেলেটির দিকে ফিরেও তাকান না। শহরে প্রকাশ্য জায়গায় ফুটফুটে একটি ছেলে এভাবে দিনভর বাঁধা থাকলেও চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (সিডব্লিউসি) বা শিশু নিরাপত্তা কমিটির আধিকারিকরা তার খোঁজও নেন না। ছেলেটিকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে না কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও। বাইরে থেকে যারা শহরে আসেন, তাঁরা আলিপুরদুয়ারের এমন অমানবিক রূপ দেখে স্বভাবতই উদ্বিগ্ন।

আলিপুরদুয়ার শহরের লোহারপুল এলাকায় মহিলা কলেজের গেটের সামনে অজয় পালের বাড়ি। কয়েক বছর আগে দিনহাটায় তাঁর বোন রিনা পালের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর রিনাদেবীর একটি পুত্রসন্তান হয়। বছর তিনেক আগে স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর রিনাদেবী তাঁর সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে আসেন। তবে বাপের বাড়িতে উঠলেও নিজের ও সন্তানের খরচ চালাতে তাঁকে কাজের খোঁজে নামতে হয়। সন্তানকে নিয়ে কাজে বের হলে সমস্যা। তাই তিনি ছেলেকে এভাবেই বেঁধে রেখে রোজ বাড়ি থেকে বের হন। অজয়বাবু বলেন, 'ভাগনে কৃষ্ণকে এভাবে বেঁধে রেখে কাজের খোঁজে বের হতে বহুবার বোনকে বারণ করেছি। কিন্তু বোন কথাই শোনে না। কৃষ্ণর মানসিক অসুস্থতা রয়েছে। ওর চিকিৎসা প্রয়োজন।' রিনাদেবী বলেন, 'কাজের খোঁজে দিনভরই বাইরে ঘুরতে হয়। ছেলেকে সঙ্গে নিলে কাজ হবে না। ওকে রাখার মতো কোনো জায়গা না থাকায় বাধ্য হয়েই বেঁধে রাখতে হয়। প্রশাসন যদি ছেলের দায়িত্ব নেয় তবে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

এদিকে, ঘটনাটির বিষয়ে খোঁজখবর শুরু হতেই উদ্বেগ ছড়িয়েছে। সমাজকর্মী রাতুল বিশ্বাস বলেন, 'ঘটনাটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক।' সিডব্লিউসি–র চেয়ারম্যান কান্তিভূষণ মোহন্ত বলেন, 'শিশুটির বিষয়ে আমরা এর আগে একবার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কিন্তু নিজেদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবেই ছেলেটির বিষয়ে কিছু করা যায়নি। ওকে যাতে বাঁধনমুক্ত করা হয় সেজন্য ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলে উদ্যোগ নেব।' জেলা চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসার লালকমল চক্রবর্তীও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। অতিরিক্ত জেলাশাসক পুনম বলম এস বলেন, 'ছেলেটিকে দ্রুত বাঁধনমুক্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

উপপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থায় জয়ী তৃণমূল

ফাঁসিদেওয়া, ১২ জুন ঃ ফাঁসিদেওয়ার বাঁশগাঁও কিসমত গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অজয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার অনাস্থাপ্রস্তাব আনল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন বোর্ড সদস্যদের মধ্যে মোট ১৪ জন জনপ্রতিনিধি অনাস্থাপ্রস্তাব আনেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য অনাস্থার পক্ষে থাকায় প্রস্তাবটি পাস হয়ে গিয়েছে। যদিও নতুন উপপ্রধানের নাম ঘোষণা করা হয়নি। ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাঁও কিসমত গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসনসংখ্যা ১৬। এর মধ্যে নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ৭টি আসন, কংগ্রেস ৫টি আসন, সিপিএম দুটি আসন, বিজেপি ও নির্দল একটি করে আসনে জয়লাভ করে। পরবর্তীতে তৃণমূলের এক সদস্য চাকরি পেয়ে যাওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বোর্ড গঠন করে কংগ্রেস। প্রধান নির্বাচিত হন সাহানারা বেগম। বিজেপির জয়ী প্রার্থী অজয় বিশ্বাসকে উপপ্রধান নির্বাচিত করা হয়। পরে অজয় বিশ্বাস ছাড়া সকলেই তৃণমূলে যোগ দেন। অজয়বাবু বলেন, আমাকে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে চাপ ও প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছিল। চাপে মাথানত না করাতেই অনাস্থাপ্রস্তাব আনা হয়েছে। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি আইনুল হক বলেন, 'উপপ্রধানকে মানুষ গ্রহণ করেননি। জনসমর্থন না থাকাতেই আজ অনাস্থাপ্রস্তাব সহজেই পাস হয়ে গেল। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিডিও প্রণয়কুমার মজুমদার বলেন, উপপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা পেশ করা হয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে থাকায় সেটি পাস হয়ে গিয়েছে।'

হরেকৃষ্ণপল্লিতে শুয়োরের মৃত্যু

রক্তের নমুনা সংগ্রহে বাধা

বাগডোগরা, ১২ জুন ঃ বাগডোগরার হরেকৃষ্ণপল্লি এলাকায় একের পর এক শুয়োরের মৃত্যুর কারণ খুঁজতে প্রাণীসম্পদ বিকাশ কেন্দ্রের কর্মীরা শুয়োরের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে এলাকার মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়েন। রক্তের নমুনা সংগ্রহ না করেই ফিরে যেতে হল তাদের। মঙ্গলবার বাগডোগরা প্রাণীসম্পদ বিকাশ কেন্দ্রের সুপারভাইজার স্বপন চতুর্বেদী সহ কয়েকজন কর্মী হরেকৃষ্ণপল্লির যেসব বাড়িতে শুয়োর পালন করা হয় সেইসব বাড়িতে গিয়ে শুয়োরপালকদের বলেন, আমরা শুয়োরগুলির মৃত্যুর কারণ জানতে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পাঠাব। কিন্তু তারা বাধা দেওয়ায় ফিরে আসতে হয়। ফলে কী কারণে শুয়োরগুলির মৃত্যু হচ্ছে তা জানা সম্ভব হল না। স্বপনবাবু জানান, আমরা ফিরে এসেছি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব। উল্লেখ্য, বাগডোগরার হরেকৃষ্ণপল্লি, সূর্যনগর, এমইএস কলোনি সহ বিভিন্ন এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে লোকালয়ের মধ্যেই শুয়োর প্রতিপালন করা হয়। হরেকৃষ্ণপল্লি এলাকায় একের পর এক শুয়োরের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

চোপড়ায় ইদ নিয়ে বৈঠক

চোপড়া, ১২ জুন ঃ চোপড়ায় পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে ইদ উপলক্ষ্যে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার। চোপড়া থানার আইসি পার্থপ্রতিম মজুমদার বলেন, জেলার সব জয়গাতেই এ ধরনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে ইদ উৎসব উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

শান্তি বৈঠক ঃ নির্বাচন পরবর্তী সংঘর্ষের জেরে হওয়া অচলাবস্থা মেটাতে মঙ্গলবার চোপড়া ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে লক্ষ্মীপুরে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিন লক্ষ্মীপুর হাইস্কুলের মাঠে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।